# বিশ্বস্ত বন্ধু

**ইউনিট ৬**

**ভূমিকা**

ঈশ্বর ভালোবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অনেক দান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ঈশ্বর যে সব দান আমাদের উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব। জন্মসূত্রে আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে পেয়ে থাকি। কিন্তু বন্ধুত্ব এক সাথে খেলা করতে, চলতে, কাজ করতে এবং পড়াশুনা করতে করতেই তৈরী হয়। বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশ্বর নিজে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। যেমন আব্রাহাম, মোশি এবং আরো অনেকের সঙ্গে। যীশুও এ পৃথিবীতে এসে তাঁর শিষ্যদের ডেকে নিয়েছেন অর্থাৎ বাছাই করে নিয়েছেন। আমাদেরও মনে রাখতে হবে বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাই করে নেওয়ার বিষয়টিকে। চলার পথে কেমন বন্ধু নির্বাচন করব - এ বিষয়ে যদি কোন ধারণা না থাকে তাহলে আমরা সঠিক বন্ধু নির্বাচন করতে পারব না। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। যদি বন্ধুত্ব সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবেই বন্ধুদের সাথে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর, অর্থপূর্ণ ও আনন্দময়। আর যীশু হলেন আমাদের জীবনের সবচেয়ে পরম বন্ধু। এই ইউনিটে আমরা বন্ধু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করব।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-৬.১ : বন্ধুত্ব
পাঠ-৬.২ : বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গুরুত্ব
পাঠ-৬.৩ : ভালো ও মন্দ বন্ধু
পাঠ-৬.৪ : বিশ্বাসে পরিপূর্ণ জীবন
পাঠ-৬.৫ : দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্ব
পাঠ-৬.৬ : আমাদের জীবনে যীশুর বন্ধুত্ব

# পাঠ-৬.১ বন্ধুত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃত বন্ধু সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **রুম, দেবতা, বন্ধু, বিশ্বাস, ভালোবাসা** |

## রূথের কাহিনী (রূথ ১:১৪-১৮)

অর্পা ও রূথ তখন আবার তীব্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অর্পা অবশ্য শেষে শাশুড়ীকে চুম্বন দিয়ে বিদায় নিল। রূথ কিন্তু কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে চাইল না। তখন নয়োমী তাকে বলল: "ওই দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের কাছে আর তার আপন দেবতাদের কাছে ফিরে গেল। তুমিও তোমার বড় জায়ের মতো ফিরেই যাও!" কিন্তু রূথ উত্তর দিল, "আপনাকে ছেড়ে চলে যাবার কথা, আপনার সঙ্গ ছেড়ে ফিরে যাবার কথা আমাকে এভাবে বলবেন না! না, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব: আপনি যেখানে গিয়ে থাকবেন, আমিও সেখানে গিয়েই থাকব। আপনার জাতির মানুষই হবে আমার জাতির মানুষ; আপনার দেবতাই হবে আমার নিজের দেবতা। আপনি যেখানে মরবেন, আমিও সেখানেই মরব, সেখানেই আমাকে সমাধি দেওয়া হবে! শুধু মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন-কিছু যদি আপনার কাছ থেকে আমাকে বিছিন্ন করে, তাহলে ভগবান যেন আমাকে উচিত শাস্তি দেন, এমন কি তার চেয়েও বেশি শাস্তি দেন!" রূথ তার সঙ্গে যাবে বলে পণ করে বসে আছে, নয়োমী আর কথা বাড়াল না।

**অনুধ্যান ঃ** ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করার পরই ভাবলেন, "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো না।" তাই তিনি আরেক জন মানুষ অর্থাৎ হবাকে সৃষ্টি করলেন। আমরা আগের পাঠগুলোতে দেখেছি মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে। মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি মানুষ আরও নতুন সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। আর সেটা হলো বন্ধুত্ব। এই বন্ধু সম্পর্কটি হলো একটি মধুর সম্পর্ক। যখনই আমরা বন্ধু শব্দটি বলি তখন খুবই আনন্দিত হই, কারণ এই শব্দটি বলার সাথে সাথে এমন ব্যক্তিকে মনে পড়ে যার সাথে কথা বলতে, গল্প করতে, খেলতে, পড়াশুনা করতে, কোথাও ঘুরতে যেতে খুবই ভালো লাগে। বন্ধুর জন্য কিছু করতেও আমরা খুব আনন্দ পাই। এখন প্রশ্ন হলো, কে প্রকৃত বন্ধু? বন্ধু বলতে সাধারণত বুঝি যার সাথে চলতে ভালো লাগে এবং যার সাথে রক্তের সম্পর্ক নয় বরং মনের সম্পর্ক এবং হৃদয়ের সম্পর্ক। প্রকৃত বন্ধু কে? প্রকৃত বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার উপর আস্থা রাখা যায়, যে স্বতন্ত্র, যার ব্যবহার ভালো, যার সাথে যে কোন বিষয়ে সহভাগিতা করা যায়, যার সাথে খোলা মনে সব রকম কথা বলা যায়। সর্বোপরি যাকে আমি পছন্দ করি এবং যে আমাকে পছন্দ করে তাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়।

সকল মানুষের জীবনেই বন্ধুর প্রয়োজন রয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ মানুষ পর্যন্ত সবার জন্যই এ বন্ধুত্ব প্রয়োজন। স্থান-কাল পাত্র ভেদে আমরা বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আবার বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে একই বয়সের প্রয়োজন পড়ে না। একই পেশারও প্রয়োজন হয় না। এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতারও দরকার পড়ে না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকম মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমসাথীদের সাথেই বন্ধুত্ব বেশি হয়। বাইবেল পাঠে দেখতে পেয়েছি রূথ তার শাশুড়ীকে ভালোবেসে তাকে একা ছেড়ে না দিয়ে নিজে ত্যাগস্বীকার করেছেন। নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে নিজেই প্রবাসী হলেন। রূথের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি ঈশ্বরবিশ্বাসী হলে অবশ্যই আশিসধন্য হওয়া যায়। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার জন্য অনেক রকম মাধ্যম রয়েছে। যেমন ইন্টারনেট, মোবাইল ও ফেসবুক

ইত্যাদি। কিন্তু এতে অনেক সময় মানুষ প্রতারণার শিকারও হয়। তাই বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আগে সঠিক বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। নতুবা ঠকতে হবে। প্রকৃত বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা হলো নিম্নরূপ:
১। ভালোবাসা, ২। বিশ্বস্ততা, ৩। গ্রহণযোগ্যতা, ৪। সহভাগিতা ও সহযোগিতার মনোভাব ও ৫। স্বাধীনতা।
**মনে রাখি ঃ** প্রকৃত বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার উপর আস্থা রাখা যায়, যে স্বতন্ত্র, যার ব্যবহার ভালো, যার সাথে যে কোন বিষয়ে সহভাগিতা করা যায়, যার সাথে খোলা মনে সব রকম কথা বলা যায়।
**শব্দটীকা ঃ** সমাধি - কবর; প্রতারণা - ঠকানো

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | **আপনার প্রকৃত বন্ধু কে? কেন আপনি তাকে আপনার প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করেন? তার বিশেষ গুণগুলো লিখুন।** |

## সারসংক্ষেপ

প্রকৃত বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার উপর আস্থা রাখা যায়, যে স্বতন্ত্র, যার ব্যবহার ভালো, যার সাথে যে কোন বিষয়ে সহভাগিতা করা যায়, যার সাথে মন খুলে কথা বলা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। বন্ধুত্বের মাধ্যমে কী দূর হয়ে যায়?
ক) নিঃসঙ্গতা খ) অভাববোধ
গ) অসহায়বোধ ঘ) নিরাপত্তাহীনতা।

২। মানুষের এক অদম্য ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা কী?
ক) বন্ধুত্ব খ) ভালোবাসা
গ) স্বাধীনতা ঘ) জীবনাহ্বান।

৩। রূথের শাশুড়ীর নাম কী?
ক) নয়োমী খ) অর্পা
গ) সারা ঘ) হান্না।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

অপু ও অভি একই ক্লাসে পড়ে। অপু অভিকে অনেক পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। অপু সর্বদা অভির কথা মনে করে এবং সবকিছু তার সাথে ভাগাভাগি করে নেয়। অভির কোন অমঙ্গল হোক তা অপু কখনও চায় না। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক।

ক) ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান কী?
খ) বন্ধুত্ব বলতে কী বুঝেন?
গ) উদ্দীপকটি পাঠের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) অপু ও অভির মধ্যকার সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১: ১. ক ২. ক ৩. ক

# পাঠ-৬.২ বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গুরুত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **যোব, বিশ্বস্ত বন্ধু, সহভাগিতা** |

**যোব ২:১১-১৩**

এদিকে যোবের এই যে-সমস্ত দুঃখ-দুর্ভোগ হয়েছে, তা শুনতে পেয়ে তাঁর তিনজন বন্ধু যে-যাঁর দেশ থেকে রওনা হলেন। এই তিনজন বন্ধু হচ্ছেন তেমান্ শহরের এলিফাজ, শূহা শহরের বিল্দাদ ও নায়ামাৎ শহরের সোফার। তাঁরা তিনজনে মিলে ঠিক করলেন যে, যোবের কাছে গিয়ে তাঁরা তাঁকে সমবেদনা জানাবেন, সান্ত্বনা জানাবেন। কিন্তু তারা যখন দূর থেকে দেখতে পেলেন, তাঁরা তাঁকে চিনতেই পারলেন না। তখন তাঁরা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, মনের দুঃখে নিজেদের পোশাকটা একবার ছিঁড়ে দিলেন, মাথার ওপর ধুলো ওড়ালেন। তারপর সাত দিন সাত রাত কোন কথা না ব'লেই তাঁরা মাটিতে তাঁর পাশে বসে রইলেন। তাঁরা তো নিজেদের চোখে দেখতেই পাচ্ছিলেন, কী কষ্ট-ই না পাচ্ছেন তিনি।

**অনুধ্যান ঃ** জীবন চলার পথে আমাদের অনেকের সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সবাই তো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে না। ঘনিষ্ঠ অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু হবে সেই, যাকে আমি ভালোবাসি, পছন্দ করি, বিশ্বাস করি। আর এই ধরনের বন্ধুর সংখ্যা খুব কমই থাকে। কেউ কেউ প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় মিশে কিন্তু পরে আঘাত দিয়ে চলে যায়। বিশ্বাসঘাতকতা করে। জীবনে প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা বাইবেলে যোবের তিনজন বন্ধুর কথা পড়লাম। যোবের কষ্টের কথা শুনে তারা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন বন্ধুর কাছে, একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। দুঃখ সহভাগিতা করার জন্য। নতুন নিয়মে যীশুর বার জন প্রেরিতদূত অর্থাৎ বন্ধু নির্বাচন সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। যীশু বারো জনকে বিশ্বাস করেছেন, তাদের সাথে সব কিছু সহভাগিতা করেছেন। এমনকি তাদের কাছে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন। যারা যীশুর সাথে সাথে থেকেছেন, খেয়েছেন, কাজ করেছেন সেই তাদের মধ্যে একজন যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করেছেন। যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছেন মাত্র কিছু টাকার জন্য। সাধু পিতর যীশুর এত কাছের মানুষ হয়েও নিজের প্রাণের ভয়ে যীশুকে তিন তিনবার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে কাজ করে গেছেন। এমনকি যীশু তাঁর মন্ডলীর ভার সেই পিতরের উপরই দিয়ে গিয়েছিলেন। যীশু সকল মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু। মানব পরিত্রাণের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

**মনে রাখি ঃ** যোবের তিনজন বন্ধু যখন যোবের কষ্টের কথা শুনেছেন তখন তারা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন বন্ধুর কাছে, একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। দুঃখ সহভাগিতা করার জন্য।

**শব্দটীকা ঃ** সমবেদনা - অন্যের দুঃখে সমব্যাথী হওয়া, অনুতপ্ত - নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করা

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | **১। আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু আপনাকে কীভাবে সাহায্য করেন তা লিখুন।**<br>**২। আপনি যদি কারো বিশ্বস্ত বন্ধু হতে চান তাহলে আপনাকে কী রকম মানুষ হতে হবে তা লিখুন।** |

## সারসংক্ষেপ :

জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া বা হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। বন্ধুত্বের কেন্দ্রবিন্দু কোন্‌টি?

ক) আন্তরিকতা খ) সহভাগিতা

গ) বিশ্বস্ততা ঘ) গ্রহণযোগ্যতা।

২। যোবের কষ্টের কথা শুনে তার বন্ধুরা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন–

i) বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য

ii) দুঃখ সহভাগিতা করার জণ্য

iii) আনন্দ করার জন্য

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশু তাঁর বার জন বন্ধুকে কী দিয়েছেন?

ক) দায়িত্ব খ) সহযোগিতা

গ) আনন্দ ঘ) দুঃখ।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

ঐশী, সুমা ও রূপা তিনজন একই শ্রেণিতে পড়ে। ঐশী সবার সাথে মিশে এবং সব সময় সবার ভালো চায়। সুমা পড়াশুনায় দুর্বল বলে সব সময় তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। কিন্তু রূপা স্বার্থপর। সে নিজের প্রয়োজনে ঐশী ও সুমার কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করে কিন্তু কখনো তাদের সাহায্য করে না। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ করে। নিজের মতামতকে তাদের উপর চাপাতে চায়। সুমা মনে করে "সবার জীবনেই একজন বিশ্বস্ত বন্ধু খুবই দরকার।"

ক) বন্ধুত্বের শক্তি কী?

খ) "প্রকৃত বন্ধুর অন্যতম গুণ হলো গ্রহণযোগ্যতা।" – ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকের সুমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আপনি কীভাবে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারেন - বর্ণনা করুন।

ঘ) সুমার মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২: ১. গ ২. গ ৩. ক

# পাঠ-৬.৩ ভালো ও মন্দ বন্ধু

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ভালো ও মন্দ বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- মন্দ বন্ধুর সঙ্গ পরিহার ও ভালো বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **ভালো বন্ধু, মন্দ বন্ধু, ঈশ্বর জ্ঞান** |

**করিন্থীয় ১৫:৩৩-৪**

তোমরা ভুল ক'রো না – মনে রেখো, "সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট"! তোমাদের নেশার ঘোর কেটে যাক – তা কেটে যাওয়াই তো উচিত। আর পাপ ক'রো না তোমরা! আসলে তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যাদের অন্তরে ঈশ্বরজ্ঞান ব'লে কিছুই নেই। এই কথাটা আমি বললাম তোমাদের লজ্জা দেবারই জন্যে!

**অনুধ্যান ঃ** কথায় বলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমাদের জীবনের যাত্রা পথে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ও আনন্দের মুহূর্তেও সহভাগিতা করার জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। আর এই সঙ্গীদেরকেই আমরা বন্ধু বলে থাকি। বন্ধু আবার দুই রকমের হতে পারে। ভালো বন্ধু এবং মন্দ বন্ধু। কোন কোন বন্ধু আছে যারা তার বন্ধুর জন্যে সব করতে পারে। এমনকি নিজের জীবনও দিতে পারে। আবার কোন কোন বন্ধু আছে স্বার্থপর। তারা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বন্ধুর ক্ষতি করতেও প্রস্তুত। ভালো বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন হবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ আর মন্দ বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। আমি কেমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করব সেটা আমার উপর নির্ভর করবে। কখনও কখনও এরকমও দেখা যায় একজন ভালো বন্ধু একজন নষ্ট হয়ে যাওয়া বন্ধুকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে এ ধরণের উদাহরণ খুব কম দেখা যায় কিন্তু এই ধরণের ঘটনাও ঘটে থাকে। আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভালো একটি ছেলে বা মেয়ের জীবনের সর্বনাশ ঘটে। এখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি, আমি কারো জীবনে কোন ধরণের বন্ধু? আমার বন্ধুরাই বা কেমন বন্ধু? তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের জীবনে ভালো ও মন্দ বন্ধুর প্রভাব কত বেশি। নিম্নে দু'টি গল্প দেওয়া হলো ভালো বন্ধু ও মন্দ বন্ধু সম্বন্ধে বুঝার জন্য।

অনন্তপুর একটি ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের মানুষ সকলেই ছিল খ্রিষ্টবিশ্বাসী। সেখানে একটি ছোট সুখি পরিবার ছিল। পরিবারে ছিল মা-বাবা ও তাদের আদরের দুই সন্তান অনিক ও ঐশী। এই পরিবারটি সব সময় প্রার্থনা করত। একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে বেশ নাম ছিল। অনিক ১০ম শ্রেণিতে ও ঐশী ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। অনিকের অনেক বন্ধু আছে। সব সময় তারা এক সঙ্গে স্কুলে যেত, খেলা করত। একদিন বন্ধুরা মিলে ঠিক করল তারা এক সাথে আনন্দ করবে। সবাই রাজি হয়ে গেল এবং জয় নামের এক বন্ধু বলল যে, সে তাদের জন্য নতুন কিছু দিবে। যাতে তাদের আনন্দ আরো বেশি হয়। বন্ধুরা নির্দিষ্ট দিনে এক জায়গায় সমবেত হলো এবং অপেক্ষায় রইল, জয় তাদের জন্য কী দেয়। অবাক করে দিয়ে জয় তাদের হাতে তুলে দিল মদ। প্রথমে কেউ সাহস পেল না মদের গ্লাসে হাত দেওয়ার কিন্তু পরে সবাই নিল। কিন্তু অনিক কিছুতেই নিবে না। তার বিবেক তাকে বাধা দিল। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের চাপে পড়ে তাকে মদের গ্লাস হাতে নিতে হল। এভাবে ধীরে ধীরে তারা নেশা গ্রস্ত হয়ে পড়ল। অনিক আস্তে আস্তে তার পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। ছেলের এ রকম অবস্থা দেখে পরিবারে কারো মনে শান্তি ছিল না। অনিকের জীবন ধ্বংস হয়ে গেল।

স্নিগ্ধা নামে একটি মেয়ে কলেজে পড়ত। কলেজে সে কোন বন্ধু খুঁজে পায়নি। নিজে খুব একাকীত্ব অনুভব করত ও হীনমন্যতায় ভুগত। সে নিজেকে খুব ছোট মনে করত। তার এই দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্য সে ড্রাগ নিতে শুরু করল। মণি নামে একটি মেয়েও কলেজে নতুন ভর্তি হলো। সেও ছিলো একাকী। অনেক ছাত্রীদের মধ্যে থেকে সে স্নিগ্ধাকে লক্ষ্য করত এবং দেখলো স্নিগ্ধা পড়াশুনায় বেশি মনোযোগী নয়। মণি স্নিগ্ধার সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। মণি

ছিল নাছোড়বান্দা। সে আস্তে আস্তে সিগ্ধার কাছে যেতে লাগলো এবং কথা বলতে শুরু করল। মনির সুন্দর ব্যবহার ও ভালোবাসা স্নিগ্ধাকে সহজ হতে সাহায্য করল। একদিন মণি স্নিগ্ধার কাছে তার কষ্টের কথা জানতে চাইল। সিগ্ধা ভাবল মনি তার বন্ধু হতে পারে। তাই মনের সব কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা বিশ্বাসের সাথে সহভাগিতা করল। সব শুনে মণি বলল আজ থেকে আমি হবো তোমার বন্ধু। আমরা পরস্পরের সব আনন্দ, দুঃখ, বেদনা একসাথে ভাগ করে নিবো। মণির প্রস্তাবে স্নিগ্ধা রাজি হয়ে গেল। মণি আস্তে আস্তে চেষ্টা করল স্নিগ্ধাকে ড্রাগ নেওয়া থেকে বিরত রাখতে। স্নিগ্ধা তার বন্ধুকে এত ভালোবাসে তাই সে নিজে চেষ্টা করে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসল। এখন স্নিগ্ধার জীবন খুবই সুন্দর ও আনন্দময়। তাহলে এখন আমরা ভালো ও মন্দ বন্ধুর কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নেই।

| ভালো বন্ধু | মন্দ বন্ধু |
|---|---|
| বিশ্বস্ত | অবিশ্বস্ত |
| সহযোগী ও সহমর্মী | হিংসাত্মক মনোভাব |
| স্বাধীনতায় বিশ্বাসী | বিচারমূলক মনোভাব |
| স্বার্থহীন | স্বার্থপর |
| ভালো শ্রোতা | কারো কথা শুনে না |
| অন্যের কথা ভাবে | অন্যের ক্ষতির চেষ্টা করে |
| নিঃশর্ত ভালোবাসা | স্বার্থপর ভালোবাসা |

**মনে রাখি ঃ** ভালো বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন হবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ আর মন্দ বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন ধ্বংস হবে। আমি কেমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করব সেটা নির্বাচন করা আমার উপর নির্ভর করবে। কখনও কখনও এরকমও দেখা যায় একজন ভালো বন্ধু একজন বিপথে যাওয়া বন্ধুকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

**শব্দটীকা ঃ** সঙ্গদোষে - খারাপ বন্ধুর প্রভাব, ঈশ্বর জ্ঞান - ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | **আপনার ভালো বন্ধুদের খুঁজে বের করুন এবং তাদের ভালো গুণ খাতায় লিখুন ও দলের সঙ্গে সহভাগিতা করুন।** |

**সারসংক্ষেপ :**

ভালো বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন হবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ আর মন্দ বন্ধুদের সাথে মিশলে জীবন ধ্বংস হবে। তাই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগেই জানতে হবে কেমন মানুষের সাথে আমি বন্ধুত্ব গড়ে তুলবো।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। আপনার পাঠের উল্লিখিত গল্পের আলোকে ভালো বন্ধু কে?

ক) ঐশী খ) স্নিগ্ধা

গ) মণি ঘ) জয়।

উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রনি, রিপন, মিলন ও সুমন চার বন্ধু। রনি অন্যের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সে সর্বদা বন্ধুদের সুপরামর্শ দেয়। বন্ধুদের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত। মিলন খুব সুবিধাবাদী। নিজের ভালোর চিন্তা করে। রনি রিপনকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেয়। সুমন কিন্তু খুব জেদী। সবাইকে তার কথা শুনতে বাধ্য করে।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বন্ধুর গুণাবলি রয়েছে কার মধ্যে?

ক) রনি খ) রিপন

গ) মিলন ঘ) সুমন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত ভালো বন্ধুর মধ্যে কোন্‌টি ভালো বন্ধুর গুণ?

i) স্বাধীনতায় বিশ্বাসী

ii) আত্মত্যাগী মানসিকতা

iii) স্বার্থান্বেষী মনোভাব

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

রিমেল ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। সে পড়াশুনায় খুব ভালো। তাদের শ্রেণিতে পলাশ নামে একজন নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মানিয়ে চলতে পলাশের বেশ কষ্ট হচ্ছে। রিমেল পলাশের এই অবস্থা দেখে তার পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজে তাকে সাহায্য করে ও পরামর্শ দেয়। সে চেষ্টা করে পলাশ যেন কোন দুষ্ট বন্ধুদের পাল্লায় না পড়ে।

ক) কোন্ কোন্ গুণ বিশ্বস্ত বন্ধুর লক্ষণ?

খ) ভালো বন্ধুর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

গ) রিমেল ও পলাশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

ঘ) রিমেলের মতো করে, মানুষ কীভাবে একটি সমাজ তথা দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে, তার ব্যাখ্যা করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩: ১. গ ২. ক ৩. ঘ

# পাঠ-৬.৪ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ জীবন

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ঈশ্বরই মানুষের প্রকৃত বন্ধু তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বাসে পরিপূর্ণ জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **আব্রাহাম, বংশধর, রক্ষাফলক, বাধ্যতা, সন্ধি, বিশ্বাস, ভালোবাসা** |

**আদিপুস্তক ১৫:১-৬**

এই সব ঘটনার পর একদিন এক দিব্য দর্শনে আব্রামের প্রতি উচ্চারিত হলো ভগবানের এই বাণী: "আব্রাহাম, কোন চিন্তা করো না তুমি! আমি নিজেই যে তোমার রক্ষাফলক। একদিন সুমহান এক পুরস্কার পাবেই তুমি!" কিন্তু আব্রাহাম উত্তর দিলেন : "হে প্রভু ভগবান, কী-ই বা দেবে আমায়! আমি তো নিঃসন্তান অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছি! দামেসেকের ছেলে এলিয়েজের, এখন সেই তো আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী!" আব্রাহাম আরও বললেন: "আমাকে তুমি তো কোন বংশধর দিলে না। শেষ পর্যন্ত আমার ঘরের একজন কর্মচারী-ই কিনা আমার উত্তরাধিকারী হবে!" তখন তাঁর প্রতি উচ্চারিত হলো ভগবানের এই বাণী: "না, ও তোমার উত্তরাধিকারী হবে না! তুমি যার জন্ম দিবে, সেই হবে তোমার উত্তরাধিকারী!" তারপর আব্রাহামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ভগবান বললেন: "আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখ তো! পার তো তারাগুলির সংখ্যা তুমি গুণে নাও!" আব্রাহাম ভগবানকে বিশ্বাস করলেন আর সেই বিশ্বাসের জন্যই ভগবান তাঁকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন।

**অনুধ্যান ঃ** যে ছেলে-মেয়ে মা-বাবার কথা শুনে ও তা পালন করে এবং তাদের বাধ্য হয়ে চলে তাকে মা-বাবা খুব ভালোবাসেন, আশীর্বাদ করেন আর অনেক জিনিস উপহার দেন। আব্রাহাম ঈশ্বরের খুব বাধ্য ছিলেন। আব্রাহামকে ঈশ্বর একটা আদেশ দিয়েছিলেন। আব্রাহাম সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট হলেন। ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন ও পুরস্কার দেওয়ার জন্য সন্ধি স্থাপন করলেন। সন্ধি অর্থ হলো মিলন, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা। সন্ধিতে দুপক্ষই কতগুলো নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য একে অপরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সন্ধির নিয়মকানুন মেনে চললে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় থাকে। ঈশ্বর সর্বদাই ধার্মিক ও বিশ্বাসী লোকদের ভালোবাসেন। যারা তাঁর উপর আস্থা রাখে, তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস করে এবং ভরসা রেখে তাঁর বাধ্য হয়ে চলে, তিনি তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দেন এবং আশীর্বাদে তাদের জীবন ভরিয়ে তোলেন। তাদের মনের সব আশা পূরণ করেন। তাদের সব অভাব পূরণ করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত। তিনি কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি সর্বদা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন। ঈশ্বর শুধু চান আমরা তার বাধ্য হয়ে চলি। তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর উপর ভরসা রেখে চলি। তিনি চান মানুষ যেন চিরদিন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকতে পারে। ঈশ্বরের ভালোবাসা এমন যে, মানুষের পরিত্রাণের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর যীশু হলেন আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

**মনে রাখি ঃ** ঈশ্বর শুধু চান আমরা তার বাধ্য হয়ে চলি। তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর উপর ভরসা রেখে চলি। তিনি চান মানুষ যেন চিরদিন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকতে পারে।

**শব্দটীকা ঃ** রক্ষাফলক বা রক্ষাকারী; উত্তরাধিকারী - বংশধর; অঙ্গীকার - প্রতিজ্ঞা

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | আসুন আমরা মন পরীক্ষা করে দেখি এবং প্রশ্ন-উত্তরগুলো খাতায় লিখি।<br>১। আমি কি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন?<br>২। আমি কি ঈশ্বরকে ভালোবাসি?<br>৩। আমি কি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে চলি?<br>৪। আমি কি ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান? |

## সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর শুধু চান আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি ও তাঁর বাধ্য হয়ে চলি। ঈশ্বরের ভালোবাসায় বিশ্বাস করি এবং চিরদিন যেন তাঁর আশ্রয়ে থাকি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। দামেসের ছেলের নাম কী?
ক) এজিকিয়েল খ) যোনাথন
গ) এলিয়েজের ঘ) আব্রাহাম।

২। ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন কেন?
ক) শত্রুকে ধ্বংস করতে খ) তাঁকে পুরস্কার দিতে
গ) তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে ঘ) তাঁর আদেশ পালন করতে।

৩। ঈশ্বর চান যেন –
i) আমরা তাঁর বাধ্য হয়ে চলি
ii) তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখি
iii) তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকি
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুই প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছেন। একজন সুরেশ বাবু আর অন্য জন পিটার বাবু। সুরেশ বাবু হলেন দাম্ভিক, দুর্নীতিপরায়ণ ও চাঁদাবাজ। অপরদিকে পিটার বাবু হলেন ঈশ্বরভক্ত, ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্র ও সমাজসেবী। সুরেশ বাবু অর্থের জোরে ভোটারদের দলে নিতে অনেক টাকা খরচ করেন এবং প্রচার করেন। আর পিটার বাবু ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস রেখে সৎভাবে মানুষের সেবা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নির্বাচনের সময়ে দেখা গেল পিটার বাবু জয়ী হয়েছেন, ঈশ্বর যেমন তাঁর কাজের জন্য আব্রাহামকে ডেকে নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে জনগণও পিটারকে তার ভালো কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন।

ক) আব্রাহাম কে ছিলেন?
খ) সন্ধি বলতে কি বুঝেন?
গ) সুরেশ বাবু কীভাবে নির্বাচনে জয়ী হতে পারলেন - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ)"ঈশ্বর সর্বদাই ধার্মিক ও বিশ্বাসী লোকদের ভালোবাসেন" - উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪: ১. গ ২. ঘ ৩. ঘ

# পাঠ-৬.৫ দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- প্রকৃত বন্ধুর কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **দাউদ, যোনাথন, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সহভাগিতা, সততা, বিশ্বস্ততা** |

**১ সামুয়েল ১৮:১-৫**

সৌলের সঙ্গে দাউদের কথা বলা শেষ হলো। দাউদের সঙ্গে যোনাথনের তো ইতিমধ্যে এক প্রাণবন্ধন গড়ে উঠেছে। যোনাথন দাউদকে নিজের মতো-ই ভালোবেসে ফেলেছেন। সেই দিনে সৌল দাউদকে নিজের কাজে নিযুক্ত করলেন; তাঁকে তিনি তাঁর বাবার কাছে ফিরে যেতে দিলেন না। যোনাথন দাউদকে নিজের মতোই ভালোবাসতেন বলে তাঁর সঙ্গে এক মৈত্রী-বন্ধনে নিজেকে বেঁধে নিলেন। তিনি নিজের ওপরের পোশাকটি খুলে তা দাউদের হাতে তুলে দিলেন আর সেই সঙ্গে দিলেন ভেতরের পোশাকটিও, এমনকি নিজের তলোয়ার, ধনু এবং কোমরবন্ধনী-ও।

এরপরে দাউদ নানা রণ-অভিযানে গেলেন। সৌল যে-কাজেই তাঁকে পাঠালেন, সে-ই কাজে তিনি সফল হলেন, তাই সৌল তাঁকে যোদ্ধাদের নেতৃত্ব-ভার দিলেন। সমস্ত সৈন্য, এমনকি সৌলের কর্মচারীরা-ও এতে খুশি হলো।

**অনুধ্যান ঃ** জীবন চলার পথে মানুষের বন্ধুত্বের কত প্রয়োজন। বন্ধুত্ব হচ্ছে একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ। মানব ইতিহাসে বন্ধুত্ব হলো বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস হলো জীবনের ভিত্তি। দাউদ ও যোনাথনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাদের পারস্পরিক আন্তরিকতার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। বন্ধুত্ব হলো:

**প্রেম ঃ** দু'জনই পরস্পরকে প্রাণের মতো ভালোবাসে।

**সহভাগিতা ঃ** যোনাথন বন্ধুত্বের খাতিরে নিজের পোশাক ও অস্ত্র দাউদকে দান করেছেন।

**সততা ঃ** যোনাথন পিতার কাছে গিয়ে দাউদের পক্ষে ন্যায্য কথা বলেছেন।

**দায়িত্বশীলতা ঃ** বিপদের সময় দাউদকে সাহায্য করেছেন।

**বিশ্বস্ততা ঃ** যোনাথন দাউদকে এই বলে আশ্বাস দেন: "ভয় করো না, তুমি আমার বাবার পরে ইস্রায়েলের রাজা হবে আর আমি তোমার পরে আসব, কারণ ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করেছেন" (২৩ঃ১৭)। তাঁদের দু'জনের বন্ধুত্ব এত গাঢ় ও জোরদার হয়েছিল যে, তাঁরা একে অপরের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবেন বলে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন।

**মনে রাখি ঃ** দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্ব এত গাঢ় ও জোরদার হয়েছিল যে, তাঁরা একে অপরের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবেন বলে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন।

**শব্দটীকা ঃ** প্রাণবন্ধন - হৃদয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, মৈত্রী-বন্ধন - বন্ধুত্বের বন্ধন

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | **দাউদ ও যোনাথনের এই পাঠটি অভিনয়ের মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থাপন করুন।** |

## সারসংক্ষেপ

বন্ধুত্ব হচ্ছে একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ। ঈশ্বর মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে চির বিশ্বস্ত থেকেছেন। দাউদ ও যোনাথনের বন্ধুত্বও বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। যোনাথন কাকে নিজের মতো ভালোবাসতেন?

ক) দাউদকে খ) সৌলকে

গ) সলোমনকে ঘ) মার্টিনকে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ত্রপা ও অর্পা দুই বান্ধবী। তারা মিলেমিশে পড়াশুনা করে। ত্রপা সব সময় অর্পাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে যেন সে সব কিছুতে ভালো করতে পারে। সে অর্পাকে নিজের মতো ভালোবাসে। তাই অর্পাকে কেউ খারাপ বললে তার কষ্ট লাগে। অর্পা পরীক্ষায় খারাপ করলে তার খারাপ লাগে।

২। ত্রপার মধ্যে বন্ধুত্বের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?

ক) সহমর্মিতা খ) মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা

গ) গ্রহণযোগ্যতা ঘ) হিংসা।

৩। ত্রপার সাথে অর্পার সম্পর্ক–

i) আন্তরিকতার

ii) সহযোগিতাপূর্ণ

iii) বিশ্বস্ততার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

সলোমন ও মার্টিন দুই বন্ধু। তারা দু'জন একে অপরকে খুবই ভালোবাসে। তারা একে অপরের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত। একে অন্যের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। সর্বদা তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, বিপদে-আপদে দুজন সহভাগিতা করে ও সমাধানের চেষ্টা করে। তাদের দুজনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও সহজে একে অপরকে গ্রহণ করে। তারা মনে করে "সবার জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধু খুবই দরকার।"

ক) কে পিতার বিরোধিতা করেও বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন?

খ) যোনাথন ও দাউদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ) বন্ধুত্বের বিশেষ বিশেষ গুণগুলোর আলোকে সলোমন ও মার্টিনকে কি প্রকৃত বন্ধু বলা যায়? উদ্দীপক ও পাঠের আলোকে বর্ণনা করুন।

ঘ) সলোমন ও মার্টিনের ভাবনাটির যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫: ১. ক ২. ক ৩. ঘ

# পাঠ-৬.৬ আমাদের জীবনে যীশুর বন্ধুত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- যীশুই হলেন আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তিনি সঙ্গী হিসেবে সর্বদা উপস্থিত থাকেন ও সাহায্য করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** (Key Words) | **ভালোবাসা, যীশু, বন্ধুত্ব, দায়িত্ব, পক্ষপাতিত্ব** |

**যোহন ১৫:১৪-১৭**

"আমার আদেশ হলো এই: আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। তোমরা আমার বন্ধু – অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই কর। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এই জন্যেই বন্ধু বলছি যে, আমার পিতার কাছ থেকে যা-কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি আর নিযুক্ত করেছি; আমি চেয়েছি তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও – স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল। তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা-কিছু চাইবে, তিনি তোমাদের দেবেন। তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।"

**অনুধ্যান ঃ** বন্ধুরা হলো এমন যারা পরস্পরকে গ্রহণ করে, পরস্পরের উপর আস্থা রাখে, একে অপরকে বোঝে ও ক্ষমা করে। যীশুর বন্ধুত্ব হলো ঠিক সেই রকম। যীশু নিঃশর্তভাবে ভালোবেসেছেন এবং ক্ষমা করেছেন। যীশু তাঁর বন্ধু ও বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে শিষ্যদের দেখিয়েছেন ও শিখিয়েছেন বন্ধুত্বের সত্যিকার অর্থ কী – নিজেকে দান করা, ভালোবাসা, সহভাগিতা করা, একে অপরের প্রয়োজনে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকা, আন্তরিক সেবা দান। যীশু শিষ্যদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন বাণী প্রচার, শিক্ষাদান ও নিরাময় করে তোলার। শিষ্যগণ অনুভব করেছিলেন যে, যীশুর ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা সর্বদা তাদের সঙ্গী ছিল। যীশু আমাদেরও বন্ধু বলেছেন। যীশু আমাদের যাত্রাপথে সার্বক্ষণিক সঙ্গী হন। মাঝে মাঝে তাঁকে অনুপস্থিত বলে মনে হয়, মনে হয় তিনি আমাদের থেকে অনেক দূরে। আসলে তিনি সর্বদাই উপস্থিত আছেন। আমরা আমাদের কথা যত না জানি তার থেকেও অনেক বেশি তিনি আমাদের কথা জানেন ও ভাবেন। যীশু কিন্তু তাঁর বন্ধু হতে আমাদের বাধ্য করেন না। কিন্তু তিনি অপেক্ষায় থাকেন আমাদের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য। যীশুর বন্ধু হতে হলে আমাদের যীশুর মতো হয়ে উঠতে হবে। যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন যীশু আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। যীশুর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই অন্যদের কীভাবে গ্রহণ করতে হবে, অন্যদের সম্মান করা, ক্ষমা করা ও দয়া করা শিখতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন পক্ষপাতিত্ব না করে, সবার প্রতি আমাদের হতে হবে উদার, বিশেষ করে সমাজে যারা গরীব, অভাবী, ঘৃণিত ও অবহেলিত। যখন আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তখনই আমরা যীশুর সত্যিকারের বন্ধু হই।

**মনে রাখি ঃ** যীশুর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই অন্যদের কীভাবে গ্রহণ করতে হবে, অন্যদের সম্মান করা, ক্ষমা করা ও দয়া করা শিখতে হবে। মনে রাখতে হবে কোন পক্ষপাতিত্ব না করে, সবার প্রতি আমাদের হতে হবে উদার, বিশেষ করে সমাজে যারা গরীব, অভাবী, ঘৃণিত ও অবহেলিত। যখন আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তখনই আমরা যীশুর সত্যিকারের বন্ধু হই।

**শব্দটীকা ঃ** দাস- চাকর, মনোনীত - বেছে নেওয়া বা নির্বাচন করা, পক্ষপাতিত্ব - কারো পক্ষ নেওয়া

| | |
|---|---|
| **অ্যাক্টিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | **যীশুর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? যীশুর সাথে আপনার সম্পর্ক গভীর করার জন্য আপনি কী করেন? দলের সঙ্গে সহভাগিতা করুন।** |

## সারসংক্ষেপ

যীশু হলেন আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি আমাদের স্বাধীন করে তোলেন। যীশুর প্রতি বিশ্বাস আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। যীশুর আদেশ কী?
- ক) পরস্পরকে ভালোবাসা
- খ) পরস্পরকে ঘৃণা করা
- গ) শত্রুকে ভালোবাসা
- ঘ) নিজের কথা চিন্তা করা।

২। যীশু মানুষকে বন্ধু বলেছেন কেন?
- ক) সুসম্পর্কের জন্য
- খ) আন্তরিকতার জন্য
- গ) সমাজের জন্য
- ঘ) ভালোবাসার জন্য।

৩। যীশুর কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
- ক) অন্যদের সম্মান ও ক্ষমা করা
- খ) অন্যদের আঘাত করা
- গ) অন্যদের ঘৃণা করা
- ঘ) অন্যদের অবহেলা করা।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

রিপন ও দীপক একই শ্রেণিতে পড়ে। রিপন খুব মেধাবি ও অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। অন্য দিকে দীপক কম মেধাবি ও দরিদ্র ঘরের সন্তান। রিপনের মধ্যে কোন অহংকার নেই। সে সব সময় অন্যদের সাহায্য করতে ভালোবাসে। দীপককেও সে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে। পড়াশুনার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও সাহায্য সহযোগিতা করে। সে বিশ্বাস করে যীশুর এই বাণী "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।" শুধু দীপককেই নয়, সবার জন্যই সে ভাবে।

ক) কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে?
খ) বন্ধুত্বের সত্যিকার অর্থ বলতে যীশুর শিক্ষা কী ছিল?
গ) রিপন যীশুর কোন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দীপককে সাহায্য করেছে - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি: "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।" – উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬: ১. ক ২. ঘ ৩. ক

**উত্তরমালা: ইউনিট-৬**

| পাঠের নাম | | | |
|---|---|---|---|
| পাঠ-১ | ১) ক | ২) ক | ৩) ক |
| পাঠ-২ | ১) গ | ২) গ | ৩) ক |
| পাঠ-৩ | ১) গ | ২) ক | ৩) ঘ |
| পাঠ-৪ | ১) গ | ২) ঘ | ৩) ঘ |
| পাঠ-৫ | ১) ক | ২) ক | ৩) ঘ |
| পাঠ-৬ | ১) ক | ২) ঘ | ৩) ক |